সমকাল

2 4 JUL 2025

ফিলিপাইনের জন্য ১৯%

জাপানের পণ্যে শুল্ক কমাল যুক্তরাষ্ট্র

শিল্প ও বাণিজ্য ডেস্ক

শুল্কহার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিতে পৌঁছেছে জাপান। তাতে জাপানের পণ্যে যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক কমে হবে ১৫ শতাংশ। এর আগে ট্রাম্প জাপানের জন্য ২৫ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছিলেন। এ ছাড়া ফিলিপাইনের সঙ্গেও বাণিজ্য চুক্তি হয়েছে বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফিলিপাইনের পণ্যে ১৯ শতাংশ পাল্টা শুল্ক নির্ধারণের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।

সামাজিক মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লিখেছেন, জাপান তাদের দেশকে গাড়ি ও ট্রাক, চাল, কৃষিপণ্যসহ বিভিন্ন পণ্য বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করবে। যুক্তরাষ্ট্রকে ১৫ শতাংশ পাল্টা শুল্ক দেবে জাপান।

দ্য জাপান টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, পাল্টা শুল্ক বিষয়ে একটি চুক্তিতে পৌঁছেছে জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র। যদিও ট্রাম্প তাঁর ঘোষণায় গাড়ি ও গাড়ির যন্ত্রাংশের ওপর থাকা ২৫ শতাংশ এবং স্টিল ও অ্যালুমিনিয়ামের ওপর থাকা ৫০ শতাংশ শুল্কের বিষয়ে সুস্পষ্ট কিছু বলেননি।

একজন জাপানি কর্মকর্তার বরাত দিয়ে জাপানের সরকারি সম্প্রচার মাধ্যম এনএইচকে জানিয়েছে, মোটরগাড়ির ওপর প্রযোজ্য সামগ্রিক শুল্কহার হবে ১৫ শতাংশ। আগে এটি ছিল ২৫ শতাংশ।

জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবা বুধবার টোকিওতে সাংবাদিকদের বলেন, 'আমি মনে করি এই চুক্তি জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রকে একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ করে দেবে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উচ্চমানের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো এবং বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এটি সহায়ক হবে।'

সাম্প্রতিক সময়ে জাপানের সঙ্গে আলোচনার ধীরগতিতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন ট্রাম্প। এক পর্যায়ে ট্রাম্প হুমকি দিয়েছিলেন যে, জাপানের ওপর পাল্টা শুল্ক ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হতে পারে। তবে ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে অষ্টম দফা আলোচনার পর শুল্কহার কমানোর বিষয়ে সমঝোতায় পৌঁছাতে পেরেছে জাপান।

এদিকে বিবিসি জানায়, ফিলিপাইনের পণ্যে শুল্ক প্রসঙ্গে মঙ্গলবার সামাজিক মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লিখেছেন, 'নতুন এই শুল্ক একটি বৃহত্তর চুক্তির অংশ, যার আওতায় ফিলিপাইন যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যের ওপর থেকে শুল্ক তুলে নেবে এবং দুই দেশ সামরিকভাবে সহযোগিতা করবে।'

হোয়াইট হাউসে ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট ফার্দিনান্দ মার্কোসের সঙ্গে বৈঠকের পর এই ঘোষণা দেন ট্রাম্প। ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্টের সফর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এটি ভালো একটি সফর ছিল। আমরা বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করেছি।'

এই চুক্তির বিষয়ে ট্রাম্প বিস্তারিত কিছু জানাননি। এর আগে গত এপ্রিল মাসে ফিলিপাইনের পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্র সর্বনিম্ন ১৭ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরোপ করে। তবে পরে ট্রাম্প তা স্থগিত করেন। চলতি মাসের শুরুতে ট্রাম্প ঘোষণা দেন যে, আগামী ১ আগস্ট থেকে ফিলিপাইনের পণ্যের ওপর ২০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে।

গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১৪ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি করে ফিলিপাইন। এটি দেশটির মোট রপ্তানি আয়ের সাড়ে ১৬ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্রে ফিলিপাইনের উল্লেখযোগ্য রপ্তানি পণ্যের মধ্যে রয়েছে গাড়ির যন্ত্রাংশ, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, বস্ত্র ও নারকেল তেল।

প্রথম আলো
24 JUL 2025

ভারতে রপ্তানি বেড়েছে, শঙ্কা ভবিষ্যতে

রপ্তানি বাণিজ্য

গত মে-জুনে দুই দফা স্থলবন্দর দিয়ে রপ্তানিতে ভারতের বিধিনিষেধে প্রবৃদ্ধি কমার শঙ্কা রয়েছে।

মাসুদ মিলাদ, *চট্টগ্রাম*

বিদায়ী অর্থবছরে ভারতে পণ্য রপ্তানি আগের একই সময়ের তুলনায় বেড়েছে। মূলত তৈরি পোশাকের বাইরে প্রচলিত-অপ্রচলিত নানা ধরনের পণ্য রপ্তানির ওপর ভর করে এই প্রবৃদ্ধি হয়েছে। তবে অর্থবছরের শেষ দুই মাসে স্থলবন্দর দিয়ে পণ্য রপ্তানিতে ভারত বিধিনিষেধ আরোপ করায় ভবিষ্যতে এই প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা নিয়ে সংশয়ে আছেন রপ্তানিকারকেরা।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) হিসাবে, ভারতে পণ্য রপ্তানি কয়েক বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে। ২৪-২৫ অর্থবছরে ভারতে ১৮১ কোটি ৫১ লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। ২৩-২৪ অর্থবছরে পণ্য রপ্তানি হয়েছিল ১৫৮ কোটি ৬৪ লাখ ডলার। এ হিসেবে এক বছরের ব্যবধানে পণ্য রপ্তানি বেড়েছে ১৪ দশমিক ৪১ শতাংশ। গত পাঁচ বছরের মধ্যে গত অর্থবছরেই সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয়েছে।

বাংলাদেশের রপ্তানির সিংহভাগ তৈরি পোশাক। তবে ভারতে রপ্তানির বড় অংশই তৈরি পোশাক ছাড়া অন্যান্য পণ্য। গত অর্থবছরে ভারতে মোট রপ্তানির ৩৬ শতাংশ বা প্রায় ৬৫ কোটি ডলার ছিল তৈরি পোশাক। তৈরি পোশাক ছাড়া অন্যান্য পণ্যের রপ্তানি ছিল ৬৪ শতাংশ বা ১১৬ কোটি ৬১ লাখ ডলার।

কোন পথে কত রপ্তানি, কী রপ্তানি হয়

প্রতিবেশী দেশ ভারতে তিন পথেই অর্থাৎ স্থল, আকাশ ও সমুদ্রপথে পণ্য রপ্তানি হয়। গত অর্থবছরে চট্টগ্রাম ও মোংলা সমুদ্রবন্দর, ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং ১৫টি স্থলবন্দর দিয়ে ভারতে পণ্য রপ্তানি হয়েছে। তবে রপ্তানির বড় অংশই হচ্ছে স্থলবন্দর দিয়ে।

গত অর্থবছরে ভারতে মোট রপ্তানির ৪৮ শতাংশ বা ৮৭ কোটি ডলারের পণ্য নেওয়া হয়েছে বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে। সব মিলিয়ে ১৫টি স্থলবন্দর ও শুল্ক স্টেশন দিয়ে, অর্থাৎ স্থলপথে ৭৮ শতাংশ পণ্য রপ্তানি হয়েছে। সমুদ্রবন্দর ও আকাশপথে রপ্তানি হয়েছে ২২ শতাংশ।

গত অর্থবছরে ভারতে এক হাজার ৪৭ ক্যাটাগরির পণ্য রপ্তানি হয়েছে। তৈরি পোশাক ছাড়া এই তালিকায় শীর্ষস্থানে রয়েছে ধানের কুঁড়ার তেল, খাদ্যপণ্য, ফলের স্বাদযুক্ত পানীয়, জুতা, পাট ও পাটজাতীয় পণ্য, মাছ, সুপারি, প্লাস্টিকের কাঁচামাল, ব্যাগ, মরিচারোধী ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়ামের পরিত্যক্ত টুকরা ইত্যাদি।

বিধিনিষেধে রপ্তানিতে ধাক্কা

গত অর্থবছরের শেষ দিকে বাংলাদেশ থেকে স্থলপথে পণ্য আমদানিতে ভারত বিধিনিষেধ দেওয়া শুরু করে। প্রথম দফায় গত ১৭ মে বাংলাদেশ থেকে স্থলবন্দর দিয়ে তৈরি পোশাক, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, প্লাস্টিক, কাঠের আসবাব, সুতা ও সুতার উপজাত,

ভারতে পাঁচ বছরে পণ্য রপ্তানি

অর্থবছর	তৈরি পোশাক	অন্যান্য	মোট রপ্তানি
২০২০-২১	৩১.০৭	৮৫.৫১	১১৬.৫৮
২০২১-২২	৫৩.৫৩	১২৬.৮২	১৮০.৩৫
২০২২-২৩	৬৭.৮৩	১০৬.৮৮	১৭৪.৭১
২০২৩-২৪	৫৫.৫৭	১০৩.০৬	১৫৮.৬৪
২০২৪-২৫	৬৪.৯০	১১৬.৬১	১৮১.৫১

সূত্র : এনবিআর

হিসাব কোটি ডলারে

ফল ও ফলের স্বাদযুক্ত পানীয়, কোমল পানীয় প্রভৃতি পণ্য আমদানিতে বিধিনিষেধ দেয় দেশটি। এসব পণ্য রপ্তানির জন্য ভারতের নভোসেবা বন্দর ও কলকাতা বন্দর খোলা রাখা হয়। খাদ্যপণ্য রপ্তানির জন্য সমুদ্রপথের পাশাপাশি ভোমরা স্থলবন্দর দিয়ে রপ্তানির সুযোগ রাখা হয়।

দ্বিতীয় দফায় ২৭ জুন বাংলাদেশ থেকে স্থলপথে নতুন করে ৯ ধরনের পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ করে ভারত। ভারতের বিধিনিষেধের তালিকায় থাকা ৯ পণ্যের মধ্যে রয়েছে ফ্লাক্স সুতার বর্জ্য, কাঁচা পাট, পাটের রোল, ফ্লাক্স সুতা, পাটের সুতা, ফুড গ্রেড সুতা, লিনেন কাপড়, লিনেন ও তুলার সুতা মিশ্রিত কাপড় এবং কম প্রক্রিয়াজাত বোনা কাপড়।

এই দুই দফায় বিধিনিষেধের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে অর্থবছরের শেষ মাস জুন থেকে। গেল জুন মাসে ভারতে প্রায় ১০ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। ২০২৪ সালে একই সময়ে রপ্তানি হয়েছে প্রায় সাড়ে ১২ কোটি ডলারের পণ্য।

রপ্তানিকারকেরা বলছেন, ভারতে বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানির সহজ পথ হলো স্থলপথ। এই পথে দ্রুত পণ্য পাঠানো যায়। খরচও কম। স্থলপথে কম খরচে ও কম সময়ে পণ্য রপ্তানির সুবিধা কাজে লাগিয়ে মূলত ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে বাংলাদেশের পণ্যের বাজার তৈরি হচ্ছিল। বড় শিল্প গ্রুপের পাশাপাশি ছোট প্রতিষ্ঠানও পণ্য রপ্তানি করে অবস্থান বাড়িয়েছিল।

বিধিনিষেধের পর তৈরি পোশাক এখন পুরোপুরি সমুদ্রবন্দর দিয়ে রপ্তানি হচ্ছে। মূলত বড় প্রতিষ্ঠানগুলো নানা বাধা মোকাবিলা করে পণ্য রপ্তানি অব্যাহত রাখলেও ছোট প্রতিষ্ঠানগুলোর রপ্তানি প্রায় বন্ধ হয়ে পড়েছে।

ভারতের বিধিনিষেধে কী প্রভাব পড়ছে জানতে চাইলে শীর্ষস্থানীয় রপ্তানিকারক প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের পরিচালক (বিপণন) কামরুজ্জামান কামাল *প্রথম আলোকে* বলেন, 'ভারতে এখন খাদ্যপণ্য শুধু ভোমরা ও সমুদ্রপথে রপ্তানি করা যায়। আমরা এখন ভোমরা স্থলবন্দর দিয়ে রপ্তানি করছি। ভোমরা দিয়ে ভারতের নানা রাজ্যে পণ্য নেওয়ার জন্য দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হচ্ছে। এতে খরচ ও সময় বেশি লাগছে।'

কামরুজ্জামান কামাল বলেন, বিধিনিষেধের পাশাপাশি এখন প্রতিটি চালানের পরীক্ষা হচ্ছে। এতেও অনেক সময় লেগে যাচ্ছে। রপ্তানিতে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার না হলে ভারতে সামনে রপ্তানি কমতে পারে বলে তিনি শঙ্কা প্রকাশ করেন। বাণিজ্যের এসব বাধা দূর করতে সরকারকে উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

প্রথম আলো

24 JUL 2025

জাপানের সঙ্গে ‘বড়’ বাণিজ্য চুক্তি সই করেছে যুক্তরাষ্ট্র

পাল্টা শুল্ক

যুক্তরাষ্ট্রে জাপানি গাড়ি ও যন্ত্রাংশ রপ্তানির ওপর শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে কমে ১৫ শতাংশ হবে।

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র তার অন্যতম প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদার জাপানের সঙ্গে একটি ‘বড়’ বাণিজ্য চুক্তিতে পৌঁছেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া পোস্টে ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, এই চুক্তির আওতায় জাপানি পণ্যের ওপর ১৫ শতাংশ হারে পাল্টা শুল্ক বসবে। যুক্তরাষ্ট্রে ৫৫০ বিলিয়ন বা ৫৫ হাজার কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে জাপান। তিনি আরও জানান, নতুন এই বাণিজ্য চুক্তির আওতায় গাড়ি, চাল, ট্রাক ও বেশ কিছু কৃষি পণ্যসামগ্রীসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন পণ্যের জন্য নিজেদের বাজার উন্মুক্ত করবে জাপান। খবর বিবিসির

গত মঙ্গলবার রাতে হোয়াইট হাউসে এক অনুষ্ঠানে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, ‘মাত্রই আমি ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বাণিজ্য চুক্তি সই করেছি। আমার মনে হয়, এটা জাপানের সঙ্গে আমাদের পারস্পরিক ইতিহাসে সবচেয়ে বড় চুক্তি।’ তিনি আরও বলেন, ‘এখানে (হোয়াইট হাউসে) তাঁদের শীর্ষ ব্যক্তিরা ছিলেন। আমরা এটা (চুক্তি) নিয়ে দীর্ঘ সময় কঠোর পরিশ্রম করেছি। এটা সবার জন্যই একটি দারুণ চুক্তি। আমি সব সময় বলি, এটা সবার জন্যই দুর্দান্ত হতে হবে। এটা দারুণ একটি চুক্তি।’

জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবা ট্রাম্পের এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত রয়েছে, এমন দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম শুল্ক আরোপ হচ্ছে জাপানি পণ্যে। চুক্তি অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে জাপানি গাড়ি ও যন্ত্রাংশের ওপর শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে কমে ১৫ শতাংশে নেমে আসবে।

ইউএস ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের তথ্যানুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে জাপানের রপ্তানি আয়ের এক-চতুর্থাংশ অটোমোটিভ খাত থেকে আসে, যা দেশটির অর্থনীতির প্রায় ৩ শতাংশ। ২০১৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ৪১০ বিলিয়ন ৪১ হাজার কোটি ডলারের গাড়ি রপ্তানি করেছিল জাপান।

ওয়াশিংটনের সঙ্গে নতুন চুক্তি নিয়ে দর-কষাকষিতে টোকিওর পক্ষ থেকে মুখ্য আলোচক ছিলেন রয়োসেই আকাজাওয়া। এক ফেসবুকে পোস্টে আকাজাওয়া জানান, তিনি হোয়াইট হাউস সফর করেছেন। হ্যাশট্যাগে লিখেছেন, ‘অভিযান সমাপ্ত’।

অক্সফোর্ড ইকোনমিকসের গবেষণাপ্রতিষ্ঠানের শিগেতো নাগাই বিবিসিকে বলেন, করহার ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা জাপানের জন্য ‘বর্তমানে সেরা সমঝোতা’। চুক্তির আওতায় জাপানের যুক্তরাষ্ট্রে যে বিনিয়োগ পরিকল্পনা রয়েছে, তা দেশটির (যুক্তরাষ্ট্র) পুনরুদ্ধারে বড় ভূমিকা রাখবে।

বিবিসির পক্ষ থেকে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে বিস্তারিত জানতে ওয়াশিংটনে জাপান দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। তারা তাৎক্ষণিকভাবে কিছু জানায়নি।

৮ জুলাই বাংলাদেশের পাশাপাশি দক্ষিণ কোরিয়া, জাপানসহ মোট ১৪টি দেশের ওপর নতুন করে শুল্কহার নির্ধারণের ঘোষণা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। পরে আরও ৭টি দেশের ওপর শুল্ক আরোপ করে ট্রাম্প প্রশাসন। তাতে দেখা যায়, বাংলাদেশের পণ্যে বাড়তি শুল্ক ৩৫ শতাংশ হলেও ইন্দোনেশিয়ার পণ্যে ১৯ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। এ ছাড়া ভিয়েতনামের পণ্যের ওপর পাল্টা শুল্ক হতে পারে ২০ শতাংশ। তবে এখন পর্যন্ত উভয় দেশের মধ্যে চুক্তি হয়নি।

বণিক বার্তা
24 JUL 2025

তৃতীয় দফা আলোচনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সময় পাওয়ার অপেক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

রফতানি পণ্যের ওপর আরোপিত বাড়তি শুল্কে ছাড় পেতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনার পথে হাঁটছে বাংলাদেশ সরকার। এক্ষেত্রে দেশটি থেকে গম, এলএনজি ও উড়োজাহাজ কেনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর অংশ হিসেবে গতকাল যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২ লাখ ২০ হাজার টন গম কেনার অনুমোদন দিয়েছে সরকারি ক্রয়-সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি। তাছাড়া এলএনজি কেনার চুক্তিও করা হয়েছে, প্রস্তাব দেয়া হয়েছে বাণিজ্যিক উড়োজাহাজ কেনার। পাশাপাশি শুল্ক ইস্যুতে নিজেদের অবস্থান জানিয়ে তৃতীয় দফায় আলোচনার জন্য ওয়াশিংটনের কাছে সময় চেয়েছে ঢাকা। যদিও এখন পর্যন্ত আলোচনার তারিখ জানানো হয়নি যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে।

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ৬ বিলিয়ন ডলারের মতো বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে। সে ঘাটতি পূরণে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশ থেকে রফতানি হওয়া পণ্যে ১ আগস্ট থেকে বাড়তি ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ৮ জুলাই এ ঘোষণার পর থেকেই দেশটির সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে শুল্ক কমিয়ে আনার উদ্যোগ নেয় বাংলাদেশ। এরই মধ্যে মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে এ নিয়ে দুই দফায় আলোচনাও করা হয়েছে। এসব বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরো বেশি পণ্য আমদানির মাধ্যমে বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনাসহ বেশকিছু বাণিজ্যিক বাধ্যবাধকতা-সংক্রান্ত শর্ত দিয়েছেন দেশটির কর্মকর্তারা। বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে সব শর্ত মানা সম্ভব না হলেও দেশটি থেকে বেশকিছু পণ্য আমদানির মাধ্যমে বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনা সম্ভব। তাছাড়া সামনে তৃতীয় দফায় আলোচনার আগে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কী কী প্রস্তাব দেয়া হয়েছে, সেটি তুলে ধরার বিষয়ও

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য

(কোটি ডলার)

বাংলাদেশী পণ্যের ওপর ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের পর থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে তা কমিয়ে আনার উদ্যোগ নেয় বাংলাদেশ। এরই মধ্যে শুল্ক ইস্যুতে দুই দফায় আলোচনা হয়েছে। আরো বেশি মার্কিন পণ্য আমদানির মাধ্যমে বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনাসহ বেশকিছু শর্ত দিয়েছেন দেশটির কর্মকর্তারা। বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে সব শর্ত মানা সম্ভব না হলেও দেশটি থেকে বেশকিছু পণ্য আমদানির মাধ্যমে বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনা সম্ভব

তৃতীয় দফায় আলোচনার জন্য ওয়াশিংটনের কাছে সময় চেয়েছে ঢাকা। যদিও এখন পর্যন্ত আলোচনার তারিখ জানানো হয়নি যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে।

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ৬ বিলিয়ন ডলারের মতো বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে। সে ঘাটতি পূরণে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশ থেকে রফতানি হওয়া পণ্যে ১ আগস্ট থেকে বাড়তি ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ৮ জুলাই এ ঘোষণার পর থেকেই দেশটির সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে শুল্ক কমিয়ে আনার উদ্যোগ নেয় বাংলাদেশ। এরই মধ্যে মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে এ নিয়ে দুই দফায় আলোচনাও করা হয়েছে। এসব বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরো বেশি পণ্য আমদানির মাধ্যমে বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনাসহ বেশকিছু বাণিজ্যিক বাধ্যবাধকতা-সংক্রান্ত শর্ত দিয়েছেন দেশটির কর্মকর্তারা। বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে সব শর্ত মানা সম্ভব না হলেও দেশটি থেকে বেশকিছু পণ্য আমদানির মাধ্যমে বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনা সম্ভব। তাছাড়া সামনে তৃতীয় দফায় আলোচনার আগে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কী কী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, সেটি তুলে ধরার বিষয়ও রয়েছে। এরই অংশ হিসেবে সরকার মার্কিন বাজার থেকে গম, এলএনজি ও উড়োজাহাজ কেনার উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা।

যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক প্রয়োগের আর মাত্র সপ্তাহখানেক বাকি। এর মধ্যে দরকষাকষির আলোচনার জন্য বাংলাদেশের প্রস্তুতি কী? সচিবালয়ে গতকাল সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'আগামী ১ আগস্টের আগেই বাণিজ্য উপদেষ্টা যুক্তরাষ্ট্রে যাবেন। আমরা আশা করছি শুল্ক হয়তো কিছুটা কমাবে। কারণ আমাদের ঘাটতি তো খুবই কম। ৬ বিলিয়ন ডলারের মতো।'

ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে লবিস্ট নিয়োগের দাবি জানানো হচ্ছে, এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'এক্ষেত্রে লবিস্ট নিয়োগের প্রসঙ্গ নেই। কারণ লম্বা সময় নিয়ে কোনো নেগোসিয়েশনের ক্ষেত্রে এ ধরনের লবিস্ট নিয়োগ করা হয়। এখানে যা করতে হবে দ্রুত করতে হবে। ওরা তো ঢুকতেই পারবে না, ওই অফিসের কাছাকাছি। নেগোসিয়েশন তো দূরের কথা। যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের ভালো ইমেজ আছে। সম্প্রতি আমরা যুক্তরাষ্ট্রের শেভরন, এক্সিলারেট এনার্জি, মেটলাইফের কতগুলো বকেয়া পরিশোধ করে দিয়েছি। বাংলাদেশের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে ইউএস চেম্বার আমাকে চিঠি লিখেছে।'

দ্বিতীয় প্রধান খাদ্যশস্য হিসেবে দেশে বছরে গমের

এরপর ›› পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

কালবেলা

24 JUL 2025

যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক কিছুটা কমার আশা অর্থ উপদেষ্টার

উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক

কালবেলা প্রতিবেদক ▸▸

স্পষ্ট কোনো ইঙ্গিত না পেলেও শেষ মুহূর্তে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের সম্পূরক শুল্ক কিছুটা কমবে—এমন আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। গতকাল বুধবার সচিবালয়ে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকরা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শুল্ক আলোচনা নিয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা আশা করছি হয়তো কিছু কমাবে। কারণ, আমাদের ঘাটতি তো খুবই কম। ৬ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পাশাপাশি বাংলাদেশি পণ্যেও বাড়তি ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে রেখেছে ট্রাম্প প্রশাসন, যা আগামী আগস্টের শুরুতেই কার্যকর হওয়ার কথা। তবে এর মধ্যে বাড়তি শুল্ক কমিয়ে আনতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের পথে রওনা হওয়ার অপেক্ষায়। যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত শুল্ক কার্যকরের আর আট দিন বাকি, এ কথা তুলে ধরে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, আগামী ১ আগস্টের আগেই বাণিজ্য উপদেষ্টা সেখানে যাবেন। যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের ভালো ইমেজ আছে। সম্প্রতি আমরা যুক্তরাষ্ট্রের শেভরন, এক্সিলারেট এনার্জি, মেটলাইফের কতগুলো বকেয়া পরিশোধ করে দিয়েছি। বাংলাদেশের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে ইউএস চেম্বার আমাকে চিঠি লিখেছে।

ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় বসার পর গত ২ এপ্রিল শতাধিক দেশের ওপর চড়া হারে শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন। বাংলাদেশের ওপর বাড়তি ৩৭ শতাংশ শুল্কের ঘোষণা আসে। এ নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে সম্পূরক শুল্ক পুনর্বিবেচনা করতে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে চিঠি পাঠান বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনতে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা তুলে ধরে শুল্কারোপের সিদ্ধান্ত তিন মাস স্থগিত রাখার অনুরোধ করা হয় সেখানে। বিভিন্ন দেশ থেকে অনুরোধ পেয়ে ট্রাম্প তার বাড়তি শুল্কের সিদ্ধান্ত তিন মাসের জন্য স্থগিত করেন। এই তিন মাস সময় ট্রাম্প মূলত দিয়েছিলেন আলোচনার জন্য। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে এবং সংলাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ৬২৬টি পণ্যে শুল্ক ছাড়ের ঘোষণা দেওয়া হয় বাজেটে। এর মধ্যে ১১০টি পণ্যের আমদানি শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা হয়। তখনই দুই দেশের মধ্যে শুল্ক নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। সেই আলোচনার মধ্যেই গত ৭ জুলাই বাংলাদেশসহ ১৪টি দেশের ওপর নতুন করে শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন ট্রাম্প। প্রধান উপদেষ্টাকে চিঠি দিয়ে সব ধরনের বাংলাদেশি পণ্যে ৩৫ শতাংশ বাড়তি শুল্ক আরোপের কথা বলা হয়, যা কার্যকর হবে ১ আগস্ট থেকে।

তাতে সবচেয়ে বড় ধাক্কা খাবে বাংলাদেশি তৈরি পোশাক খাত, কারণ যুক্তরাষ্ট্রই বাংলাদেশি পোশাকের সবচেয়ে বড় বাজার। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দর কষাকষিতে অগ্রগতি না হওয়ায় রপ্তানিকারকরা রয়েছেন উদ্বেগের মধ্যে। যুক্তরাজ্য ও ভিয়েতনামের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র এরই মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি করেছে। ভারতের সঙ্গে চুক্তির বিষয়টিও মোটামুটি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারকেও যত দ্রুত সম্ভব যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর তাগিদ দিচ্ছেন ব্যবসায়ীরা।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বিতীয় দফা আলোচনার পর দেশে ফিরে বাণিজ্য উপদেষ্টা ১৪ জুলাই ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। সেখানে ব্যবসায়ীরা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দরকষাকষির জন্য লবিস্ট নিয়োগের পরামর্শ দিয়েছেন। সরকার এ নিয়ে কিছু ভাবছে কি না জানতে চাইলে সালেহউদ্দিন বলেন, এই ক্ষেত্রে লবিস্ট নিয়োগের প্রসঙ্গ নেই। কারণ, লম্বা সময় নিয়ে কোনো দর কষাকষির ক্ষেত্রে এ ধরনের লবিস্ট নিয়োগ করা হয়। এখানে যা করতে হবে দ্রুত করতে হবে। ওরা (লবিস্ট) তো ঢুকতেই পারবে না ওই অফিসের কাছাকাছি, দরকষাকষি তো দূরের কথা। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম আনার জন্য অনুমোদন হয়েছে। এর যুক্তি হচ্ছে, আমরা একটু ভিন্নতা আনতে চাচ্ছি। অনেক সময় রাশিয়ান ব্লক কিংবা ইউক্রেন ব্লকে একটা অনিশ্চয়তা দেখা গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এখন আমাদের আমদানি বাড়ানোর আলোচনা চলছে। যুক্তরাষ্ট্রের গমের মান ভালো। দাম তুলনামূলক বেশি কি না জানতে চাইলে উপদেষ্টা বলেন, দাম একটু বেশি হলেও প্রোটিনও কিছুটা বেশি।

> এই ক্ষেত্রে লবিস্ট নিয়োগের প্রসঙ্গ নেই। কারণ, লম্বা সময় নিয়ে কোনো দরকষাকষির ক্ষেত্রে এ ধরনের লবিস্ট নিয়োগ করা হয়। এখানে যা করতে হবে দ্রুত করতে হবে। ওরা (লবিস্ট) তো ঢুকতেই পারবে না ওই অফিসের কাছাকাছি, দরকষাকষি তো দূরের কথা
>
> **সালেহউদ্দিন আহমেদ**
> *অর্থ উপদেষ্টা*

আলোচনা চলছে। দুই দেশের মধ্যে এরই মধ্যে একাধিক বৈঠক হয়েছে। শেষ মুহূর্তের আলোচনায় অংশ নিতে বাণিজ্য উপদেষ্টা এখন

The Financial Express

24 JUL 2025

Govt approves import of fertilisers, LNG cargoes

The government on Wednesday approved several major procurement proposals involving the import of fertilisers, LNG cargoes, wheat, and lentils worth Tk 28.10 billion to meet the country's growing domestic demands, reports UNB.

It approved separate proposals for procuring some 140000 tonnes of fertiliser, 2 cargoes of LNG, and 220,000 tonnes of wheat to meet the growing demand for the country.

The approvals came from the 28th meeting of the Advisers Council Committee on Government Purchase this year held on Wednesday with Finance Adviser Dr Salehuddin Ahmed in the chair at Cabinet Division at Bangladesh Secretariat.

Of the approved eight proposals, four were from the Ministry of Agriculture, two were from the Energy and Mineral Resources Division, and one each from the Ministry of Commerce and the Ministry of Food.

Following four separate proposals from the Ministry of Agriculture, the Bangladesh Agricultural Development Corporation (BADC) will procure some 30,000 tonnes of MOP fertilizer from JSC Foreign Economic Corporation (Prodintorg), Russia with TK 1.29 billion.

The BADC will procure 30,000 tonnes of TSP fertilizer from OCP, NUTRICROPS, Morocco with around Tk 2.12 billion, the BADC will import 40,000 tonnes of DAP fertilizer from OCP, NUTRICROPS, Morocco with around Tk 3.78 billion while the BADC would import 40,000 tonnes of MOP fertilizer from Canadian Commercial Corporation (CCC) with around Tk 1.73 billion.

Following two separate proposals from the Energy and Mineral Resources Division, the Petrobangla would procure one cargo LNG from the spot market through following international quotation method from M/S Gunvor Singapore Pte Ltd Singapore with around Tk 5.13 billion while the Petrobangla would import one cargo LNG from Vitol Asia Pte Ltd Singapore with around Tk 5.22 billion.

Following a proposal from the Ministry of Food, the government would procure 220000 tonnes of wheat the USA on G2G basis from Agrocorp International Pte Limited as authorized by the US Wheat Associates with around Tk 8.17 billion.

The day's purchase committee meeting approved another proposal from the Ministry of Commerce under which the state-run Trading Corporation of Bangladesh (TCB) would procure 7,000 tonnes of lentil through following local Open Tender Method (OTM) from KBC Agro Products Private Limited, Dhaka with around Tk 643.2 million.

The Financial Express

24 JUL 2025

Trump strikes trade deal with Japan, lowers tariff rate to 15pc

Flurry of trade deals offers relief for some Asian countries, while others wait

BANGKOK, July 23 (AP): US President Donald Trump has announced trade deals with Japan and a handful of other Asian countries that will relieve some pressure on companies and consumers from sharply higher tariffs on their exports to the United States.

A deal with China is under negotiation, with U.S. Treasury Secretary Scott Bessent saying an Aug. 12 deadline might be postponed again to allow more time for talks.

Steep tariffs on U.S. imports of steel and aluminum remain, however, and many other countries, including South Korea and Thailand, have yet to clinch agreements. Overall, economists say the tariffs inevitably will dent growth in Asia and the world.

Trump and Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba announced a deal Wednesday that will impose 15% tariffs on U.S. imports from Japan, down from Trump's proposed 25% "reciprocal" tariffs.

It was a huge relief for automakers like Toyota Motor Corp. and Honda, whose shares jumped by double digits in Tokyo.

Trump also announced trade deals with the Philippines and Indonesia. After meeting with Philippine President Ferdinand Marcos, Jr., Trump said the import tax on products from his country would be subject to a 19% tariff, down just 1% from the earlier threat of a 20% tariff. Indonesia also will face a 19% tariff, down from the 32%

rate Trump had recently said would apply, and it committed to eliminating nearly all of its trade barriers for imports of American goods. Earlier, Trump announced that Vietnam's exports would face a 20% tariff, with double that rate for goods transshipped from China, though there has been no formal announcement.

Negotiations with China are subject to an Aug. 12 deadline, but it's likely to be extended, Bessent told Fox Business on Tuesday. He said the two sides were due to hold another round of talks, this time in Sweden, early next week. Meanwhile, Trump said a trip to China may happen soon, hinting at efforts to stabilize U.S.-China trade relations.

A preliminary agreement announced in June paved the way for China to lift some restrictions on its exports of rare earths, minerals critical for high technology and other manufacturing. In May, the U.S. agreed to drop Trump's 145% tariff rate on Chinese goods to 30% for 90 days, while China agreed to lower its 125% rate on U.S. goods to 10%. The reprieve allowed companies more time to rush to try to beat the potentially higher tariffs, giving a boost to Chinese exports and alleviating some of the pressure on its manufacturing sector. But prolonged uncertainty over what Trump might do has left companies wary about committing to further investment in China.

Pressure is mounting on some countries in Asia and elsewhere as the Aug. 1 deadline for striking deals approaches.

Trump sent letters, posted on Truth Social, outlining higher tariffs some countries will face if they fail to reach agreements. He said they'd face even higher tariffs if they retaliate by raising their own import duties. South Korea's is set at 25%. Imports from Myanmar and Laos would be taxed at 40%, Cambodia and Thailand at 36%, Serbia and Bangladesh at 35%, South Africa and Bosnia and Herzegovina at 30% and Kazakhstan, Malaysia and Tunisia at 25%. Nearly every country has faced a minimum 10% levy on goods entering the U.S. since April, on top of other sectoral levies.

Even after Trump has pulled back from the harshest of his threatened tariffs, the onslaught of uncertainty and higher costs for both manufacturers and consumers has raised risks for the regional and global economy. Economists have been downgrading their estimates for growth in 2025 and beyond.

The Asian Development Bank said Wednesday it had cut its growth estimate for economies in developing Asia and the Pacific to 4.7% in 2025 and 4.6% in 2026, down 0.2 percentage points and 0.1 percentage points. The outlook for the region could be further dimmed by an escalation of tariffs and trade friction, it said. "Other risks include conflicts and geopolitical tensions that could disrupt global supply